ব্যবসায় পরিবেশ

ইউনিট ২

ভূমিকা

ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক জনাব জামাল হোসেন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের কাছে কে কে যমুনা নদীর উপর নির্মিত সেতু দেখেছে জানতে চাইলেন। দেখা গেল অধিকাংশ শিক্ষার্থী টেলিভিশনে তা নিয়মিত দেখলেও বাস্তবে অনেকের তা দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তিনি তাদের এই সেতু দেখার আগ্রহের কথা জানতে চাইলেন। সকলে সমস্বরে তাদের আগ্রহের কথা জানাল। সিদ্ধান্ত হল এ বছরের বিভাগীয় শিক্ষা সফর হবে এই সেতু পরিদর্শন। তিনি শিক্ষার্থীদের জানালেন যে, এই সেতু আমাদের দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সেতুবন্ধন। একইভাবে এটি বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুকুল উপাদান। অন্যদিকে যমুনা নদীর উপর বিস্তীর্ণ চর দেশের নৌপথে বাধা সৃষ্টি করছে যা ব্যবসায়িক পরিবেশের জন্য প্রতিকুল। এ ইউনিটে আমরা ব্যবসায় পরিবেশের নানা দিক যেমন- ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা, বিভিন্ন উপাদান ব্যবসায়ের উপর উপাদানগুলোর প্রভাব, বাংলাদেশে ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নের বাঁধা ও সমাধানের উপায়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা ও উপাদানসমূহ
পাঠ-১.২ : ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানসমূহের প্রভাব
পাঠ-১.৩ : বাংলাদেশে ব্যবসায়ের পরিবেশ, এর উন্নয়নে সমস্যা ও সমাধানের উপায়।

পাঠ-২.১ ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা ও উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	পরিবেশ, ব্যবসায় পরিবেশ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা

ব্যবসায়িক পরিবেশ হলো ব্যবসায় সংগঠন পরিবেষ্টিত সকল অবস্থা, উপাদান ও শক্তির সমষ্টি যা উক্ত ব্যবসায় বা তার ব্যবস্থাপকের কার্যকারিতা বা সফলতাকেই প্রভাবিত করে। সাধারনত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, সরকারের নতুন

নতুন নীতি ও আইন, কর ব্যবস্থা ও কাঠামো, শ্রমিক অসন্তোষ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি উপাদান ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ব্যবসায়িক পরিবেশ অনুকূল বা প্রতিকুল হতে পারে। কোন স্থানের ব্যবসায়ের উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপর। পরিবেশ ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

ব্যবসায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান বা শক্তিসমূহ

পারিপার্শ্বিক যে সকল প্রাকৃতিক ও অপ্রকৃতিক উপাদান ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাকেই ব্যবসায় পরিবেশ বলে। প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও বর্তমানকালে অপ্রকৃতিক নানান উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ব্যবসায়িক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান বা এর উপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিসমূহ নিম্নের ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হলো:

ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান

প্রাকৃতিক পরিবেশ	অর্থনৈতিক পরিবেশ	সামাজিক পরিবেশ	রাজনৈতিক পরিবেশ	প্রযুক্তিগত পরিবেশ	আইনগত পরিবেশ
১. ভূ-প্রকৃতি ২. মৃত্তিকা ৩. জলবায়ু ৪. সাগর ও নদ নদী ৫. প্রাকৃতিক সম্পদ ৬. দেশীয় অবস্থান ৭. দেশের আয়তন	১. আয় ও সঞ্চয় ২. মুলধন ও বিনিয়োগ ৩. অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা ৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ৫. দক্ষ উদ্যোক্তা ৬. মানবসম্পদ ইত্যাদি	১. জনসংখ্যা ২. ধর্মীয় বিশ্বাস ৩. মূল্যবোধ ধারণা ৪. আচার ও আচরন ৫. শিক্ষা ও সংস্থা ৬. দেশীয় ঐতিহ্য ৭. সুনাম ও সুখ্যাতি	১. সার্বভৌমত্ব ২. সরকার ও এর নীতিমালা ৩. রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান ৪. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ৫. আইন শৃংখলা পরিস্থিতি	১. বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা ২. বিজ্ঞান ও গবেষনা ৩. উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ ৪. প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ	১. বাণিজ্যিক আইন ২. শিল্প আইন ৩. পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ৪. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন

১. **প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ** কোন দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদ নদী, আয়তন, অবস্থান ইত্যাদি সমন্বয়ে যে পরিবেশ গড়ে উঠে তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিচিত্র ধরনের। এ সকল উপাদানের পার্থক্য হেতু দেশের ব্যবসায় কার্যকলাপও ভিন্নতর হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পাট শিল্প, নরওয়েতে মৎস্য শিল্প, কুয়েতে পেট্রোলিয়াম শিল্প গড়ে উঠার পিছনে এরূপ কারন বিদ্যমান।

২. **অর্থনৈতিক পরিবেশ ঃ** জনগনের আয় ও সঞ্চয়, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, মূলধন ও জনসম্পদ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে কোন দেশে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলে।

৩. **সামাজিক পরিবেশ ঃ** কোন দেশের সামাজিক পরিবেশ সেদেশের মানুষের আচার আচরন, অভ্যাস, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সামাজিক, সাস্কৃতিক ও ধর্মীয়, শিক্ষা, ঐতিহ্য ইত্যাদি উপাদানে গঠিত হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ যত বেশী অনুকূল ও উদার হবে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারও তত দ্রুত হবে।

৪. **রাজনৈতিক পরিবেশ ঃ** ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নয়নে রাজনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের কাঠামো ও স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সুষ্ঠু আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং অনুকূল শিল্প ও বাণিজ্য নীতি, প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে।

৫. **প্রযুক্তিগত পরিবেশ ঃ** বর্তমানকালে ব্যবসায়ের উপর প্রযুক্তিগত পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, এতদসংক্রান্ড় গবেষণা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ ইত্যাদি মিলিয়ে সৃষ্ট পরিবেশকে প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে।

৬. **আইনগত পরিবেশ ঃ** জনগনের কল্যাণে সরকার নানান ধরনের আইন পাস করে। আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে ও নানান সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্য আইন পাস করা হয়। আর এ আইনের বেড়াজালের মধ্য থেকেই ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সকল আইনের সম্মিলনে যে পরিবেশ গড়ে উঠে তাকে আইনগত পরিবেশ বলে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

নিচের কোনটি কোন্ পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত তালিকাভুক্ত কর"ন

বিবরণ	কোন পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত
১. একটা দেশের অবস্থান	
২. মুসলমানরা অনেকেই টুপি পরে	
৩. একটা দেশের জনসংখ্যা	
৪. প্রতিষ্ঠানে একদল দক্ষ প্রকৌশলী	
৫. সেচ কাজে লাগসই পদ্ধতি	

সারসংক্ষেপ

- যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মানুষ তার জীবনধারণ করে তাকেই তার পরিবেশ বলে।
- যে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে একটা অঞ্চলের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠে তাকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।
- মানুষের র"চি, পছন্দ, শিক্ষা দীক্ষা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি মিলে সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জলবায়ু কোন ধরনের পরিবেশের উপাদান ?
ক) প্রাকৃতিক খ) অর্থনৈতিক
গ) সামাজিক ঘ) প্রযুক্তিগত

২। জনসংখ্যা কোন ধরনের পরিবেশের উপাদানের অন্ড়র্ভূক্ত ?
ক) প্রাকৃতিক খ) সামাজিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক

৩। দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি কোন ধরনের পরিবেশের মধ্যে পড়ে ?
ক) সামাজিক খ) অর্থনৈতিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) প্রাকৃতিক

৪। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কোন পরিবেশের অংশ ?
ক) প্রাকৃতিক খ) ঐতিহাসিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) সামাজিক

৫। সরকারের শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতি কোন পরিবেশের মধ্যে পড়ে ?
ক) অর্থনৈতিক খ) সামাজিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) আইনগত

পাঠ-২.২ ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানসমূহের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানসমূহের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সম্পদ, মানবসম্পদ, পেট্রোলিয়াম শিল্প

ব্যবসায়ের ওপর পরিবেশের উপাদানসমূহের প্রভাব

একটা ব্যবসায় সংগঠন মূলত কতগুলো উপাদান বা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। মানবিক উপাদানের মধ্যে মালিক, ব্যবস্থাপক, শ্রমিক, কর্মী এবং বস্তুগত উপকরনের মধ্যে পুঁজি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বাজার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল উপকরণের প্রাপ্যতা নিঃসন্দেহে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই যেকোন দেশেই ব্যবসায় এর পরিবেশের উৎপাদান সমূহের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। নিম্নে এর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। উপকরন প্রাপ্তিঃ একটা দেশের ব্যবসায় উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরনাদির সহজ প্রাপ্তির বিষয় পরিবেশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ব্যবসায় গঠন ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তার ওপর পরিবেশের প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

ক। মূলধন প্রাপ্তিঃ মূলধন বা অর্থ ব্যবসায়ের প্রাণ। ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূঁজি বা মূলধনের প্রয়োজন হয়। একটা দেশে এই মূলধন জনগনের আয়, সঞ্চয়, মূলধন বিনিয়োগ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। এছাড়া দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মূদ্রা ও ঋণ সরবরাহ পরিস্থিতি সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

খ। কাচাঁমাল প্রাপ্তিঃ কাচাঁমাল প্রাপ্তির বিষয়টি প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশের পাট শিল্প গড়ে উঠার পিছনে কাচাঁমালের প্রাপ্যতা ছিল মূখ্য। সৌদি আরবে পেট্রোলিয়াম শিল্প, ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, নরওয়েতে মৎস্য শিল্প ইত্যাদি গড়ে উঠার পিছনে কাচাঁমালের মূখ্য ভূমিকা রয়েছে।

গ। বাজার সুবিধাঃ যেকোন ব্যবসায় সম্প্রসারনে বাজার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বাজার দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। দেশের মানুষের আর্থিক সামর্থ্য বেশি থাকলে তাদের ভোগ প্রবণতা বাড়ে। ফলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় বিস্তার লাভ করে। একটা দেশের আয়, ভোগ প্রবণতা ইত্যাদিও ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে।

ঘ। মানবসম্পদের প্রাপ্যতাঃ ব্যবসার উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানবসম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মানবসম্পদ একদিকে উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক কর্মী হিসাবে কাজ করে। এই দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই সম্পদ সামাজিক পরিবেশের অংশ। এরূপ উপাদানের উৎকর্ষতার কারনেই জাপান, চীন, ভারত আজ বাণিজ্যে উন্নত। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পও এই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত।

২। ব্যবসায় বান্ধব নীতিমালাঃ বর্তমান বিশ্বায়নের এ যুগে কোন দেশই সরকারের ব্যবসায় বান্ধব নীতিমালা যেমন শিল্প নীতি, বাণিজ্য নীতি, আমদানি নীতি, রপ্তানি নীতি ইত্যাদি ছাড়া কার্যকর উন্নয়ন লাভ করতে পারে না। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩। সুষ্ঠ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাঃ ব্যবসায়ের উন্নয়নে সুষ্ঠ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। একটা দেশের এরূপ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাও বিভিন্ন পরিবেশের উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটা দেশের বন্দর ও যাতায়াত সুবিধা প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

৪। অনুকুল আইন শৃংখলা পরিস্থিতিঃ বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র ব্যবসায় গড়ে উঠার ক্ষেত্র অনূকুল। আইন শৃংখলা পরিস্থিতিও গুর"ত্বপূর্ণ। এরূপ পরিস্থিতি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত পরিবেশের উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটা দেশের পর্যটন শিল্প গড়ে উঠার ক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি খুবই গুর"ত্বপূর্ণ।

৫। ব্যবসায় সহায়ক সেবাঃ ব্যবসায় উন্নয়ন ক্ষেত্রে শিল্প ও বাণিজ্য সহায়ক বিভিন্ন সেবা গুর"ত্বপূর্ণ। সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃংখলা বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, মেরামতি প্রতিষ্ঠান, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় ইত্যাদি গুর"ত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

নিচের কোন কাজে পরিবেশের কোন উপাদান অধিক প্রভাব রাখে তালিকাভুক্ত করুন?

কাজের ধরণ	**অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী পরিবেশের নাম**
১। কক্সবাজার হোটেল ব্যবসায়	
২। ঢাকার মতিঝিলে ব্যাংকের শাখা খোলা	
৩। নতুন পদ্ধতি অবলম্বনে টমেটো চাষ	
৪। আবাসিক এলাকায় শিল্প স্থাপন না করা	
৫। দক্ষ কারিগরের ওপর নির্ভর করে শিল্প প্রতিষ্ঠা	

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি, অবনতি ও সম্প্রসারণে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব রয়েছে।
- ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানগুলো হচ্ছে: মূলধন ও কাঁচামাল প্রাপ্তি, ব্যবসায় বান্ধব নীতিমালা, সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি ঐতিহাসিক পরিবেশের উপাদান ?
ক) ভোগলিক অবস্থান খ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
গ) ঐতিহ্য ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠান

২। ছিটমহল কোন পরিবেশের অন"র্ভূক্ত ?
ক) আইনগত খ) সামাজিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক

৩। টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্প কিসের জন্য বিখ্যাত ?
ক) ঐতিহ্যগত খ) দক্ষতাগত
গ) প্রাকৃতিক ঘ) ভৌগলিক

পাঠ-২.৩ বাংলাদেশে ব্যবসায়ের পরিবেশ এর উন্নয়নে সমস্যা ও সমাধানের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে ব্যবসায়ের পরিবেশ এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বাংলাদেশে ব্যবসায়ের পরিবেশের উন্নয়নের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন
- বাংলাদেশে ব্যবসায়ের পরিবেশের উন্নয়নে সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করতে পারবেন

মূখ্য শব্দ (Key Words)	দেউলিয়া, নদীমাতৃক, মিশ্র অর্থনীতি

বাংলাদেশে ব্যবসায় পরিবেশ

যেসব উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবসার কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে সেগুলোর সমষ্টি ব্যবসায় পরিবেশ। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক ও কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের প্রধান জীবিকা কৃষি এবং অধিকাংশ ব্যবসায় ও শিল্প কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মোগল আমলে সোনারগাঁয়ে তারাবোতে গড়ে উঠে বিশ্বের রাজা রাণীর পছন্দের মসলিন। বঙ্গোপসাগরের অদূরে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তীরে গড়ে উঠে বিশ্বের অন্যতম চট্টগ্রাম বন্দর যা Protogrando. আর দিনাজপুরের হিলি বন্দর Protopiqueno নামে পরিচিত। শীতলক্ষা নদীর তীরে নারায়নগঞ্জ বন্দর, ভৈরব নদীর তীরে ভৈরব বন্দর গড়ে উঠে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতার পর পরই সরকার অধিকাংশ ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ব করে সমাজতান্ত্রিক মানসিকতায়। কিন্তু অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতির কারনে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান লোকসান দিতে থাকে এবং অনেকগুলো দেউলিয়া হয়ে পড়ে। প্রয়োজন পড়ে বেসরকারীকরণের। অনেক প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বেসরকারী পর্যায়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী মিলে সৃষ্টি হয় এক মিশ্র অর্থনীতির। সব মিলিয়ে এখন বিরাজ করছে এক ভিন্ন ব্যবসায় পরিবেশ। নিম্নে ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হলোঃ

ক। প্রাকৃতিক উপাদানঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের অধিকাংশ উপাদানই বাংলাদেশে ব্যবসায় স্থাপনের জন্য অনূকুল। দেশের প্রায় সকল অংশই নদী বিধৌত। ছোট বড় মিলিয়ে এদেশে মোট ২৩০টি নদী রয়েছে। ফলে সহজেই এখানে কৃষিজাত বিভিন্ন শিল্প ও ভোগ্য পণ্যের কাঁচামাল উৎপন্ন করা সম্ভব। অন্যদিকে নদী পথে ব্যবসায়িক পণ্য পরিবহন ও খরচ কম। তবে অনেক নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে অনেক নদীতে চর পড়ে নদী পথ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাস এদেশে বিদ্যমান। দেশে বিদ্যমান খনিজ, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, খনিজ তৈল শিল্প বিকাশের সহায়ক। এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। অসংখ্য নদী বিধৌত ও সমুদ্রবেস্টিত হওয়ায় মৎস্য শিল্প বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ এখানে বিদ্যমান।

খ। অর্থনৈতিক উপাদানঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর কয়েকটির ভিত্তি বেশ মজবুত হলেও অনেক গুলোর ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়। চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, গ্রামীন জনগনের ব্যাংকিং সেবা ও ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্র শহরের তুলনায় কম। প্রশাসনিক জটিলতা, দালাল শ্রেণীর লোকদের হয়রানি, দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থা কাটাতে পারলে বাংলাদেশ ব্যবসায় বিকাশের আরও দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন গ্রামে গঞ্জে ব্যাংকিং ঋণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং সহজ করা।

গ। সামাজিক উপাদানঃ এদেশের মানুষ জাতিগত ও ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে উদার, পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল। অতীতে জাহাজ নির্মাণ করে, মসলিন কাপড় উৎপাদন করে, এদেশের মানুষ তাদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর

রেখেছেন। সোনারগাঁয় এক সময় ব্যবসায়, শিক্ষা দীক্ষা, কৃষি, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক শিল্পে, কারু শিল্পে ছিল বিশ্ব সেরা। বর্তমানেও জামদানী শাড়ী তৈরি, জাহাজ নির্মাণ, বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আর্কষন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুখস্থ নির্ভরতা থেকে বের করে আরও দক্ষ ও সৃজনশীল করতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রজম্ম শিল্প বাণিজ্য গবেষণায় আরও বেশী সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারবে। সাথে সাথে ব্যবসায় বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করতে পারবে।

ঘ। রাজনৈতিক উপাদানঃ যে কোন দেশের উন্নতিতে সুস্থ ও সহায়ক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ড় অপরিহার্য। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরও রাজনৈতিক নীতিমালা, দল, প্রতিষ্ঠান, সরকার তেমন স্থিতিশীল ও সহনশীল নয়। ফলে প্রায় রাজনৈতিক দলই হরতাল, ধর্মঘট, জ্বালাও পোড়াও অবস্থায় লেগে থাকে। এ অবস্থায় বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ তো বটেই দেশী উদোক্তাগণও ততবেশী উৎসাহ পায় না। তাছাড়া হীনরাজনৈতিক স্বার্থের কারনে স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়নি। দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পেলে দেশে বিনিয়োগ তথা শিল্পায়ন বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।

ঙ। আইনগত উপাদানঃ আইনগত পরিবেশের কিছু উপাদান বাংলাদেশের আধুনিক ও যুগোপযোগী হলেও অনেকগুলো বেশ পুরাতন। পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভোক্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ, শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব আইন তৈরি, দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এবং চাঁদাবাজি প্রতিরোধে আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা যায়।

চ। প্রযুক্তির উপাদানঃ বর্তমান তীব্র প্রতিযোগীতার বাজারে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ভিন্ন কোন ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সীমিত। অধিকাংশ শিল্প কারখানায় পুরোনো প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির ব্যবহারের কারনে আমাদের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য কম। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার মান ততটা সমৃদ্ধ নয়। প্রযুক্তি উন্নয়নে যে ধরনের গবেষণার প্রয়োজন তাও এখানে অপর্যাপ্ত। অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারনে উন্নত প্রযুক্তির আমদানিও কাংক্ষিত মানে হচ্ছে না। কিছু কিছু কর্পোরেট বড় প্রতিষ্ঠান উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে যত্নবান। বহুজাতিক কোম্পানী ও দেশী ও কিছু কর্পোরেট বড় প্রতিষ্ঠান উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নের সমস্যাঃ

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের এর শক্তি ও দূর্বলতা এবং এর মিথস্ক্রিয়ায় যে কোন দেশেই ব্যবসায় পরিবেশের একটা নিজস্ব ভাব ধারার সৃষ্টি হয়। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ কাংখিত মানের নয়। এর কিছু উপাদান ইতিবাচক হলেও কিছু উপাদান তেমনভাবে নৈতিবাচক যে এর কুপ্রভাব দূর করা না গেলে ভালো কিছু অর্জন সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে চেষ্টা যে একেবারে চলছে না তা নয়। তবে কাংখিত মানে তা এগিয়ে নিতে হলে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েই প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

- **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঃ** রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আমাদের ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা প্রায়শই রাজপথকে উত্তপ্ত করে। সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নতুন নতুন প্রয়াস ও প্রচেষ্টার পাশাপাশি দমন ও পীড়ন বেছে নেয়। এতে দেশের ইমেজ নষ্ট হয়। আর ব্যবসায় পরিবেশ প্রতিকুল হয়ে উঠে।
- **সরকারী ভূমিকা দূর্বল ঃ** ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, অর্থনীতিকেন্দ্রিক সরকার পরিচালনা, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা দান, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে সরকারের ভূমিকাই মূখ্য। উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও শক্তিসম্পদের মত অবকাঠামো নির্মাণ এবং নতুন নতুন শিল্প এলাকা গঠনে সরকারের উদোগের প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে আমাদের সরকারের দূর্বলতা প্রকট। তাই এ সকল ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা না বাড়ালে ব্যবসায় পরিবেশ উন্নত হবে না।
- **আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দূর্বলতা ঃ** ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শেয়ার বাজার ইত্যাদির সহযোগী ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আমাদের দেশে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এতটা শক্তিশালী নয়। সুদ বা লাভের হার বেশী হওয়ায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ নিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে

না। তারপর সহজ ঋণ পাওয়াও দুস্কর। শহরাঞ্চলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সীমিত থাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই এর সুবিধার বাইরে।

- **শিল্প ও সচেতনতার অভাব ঃ** বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম। শিক্ষিত জনশক্তির অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত এবং কার্যত কারিগরী ও ব্যবহারিক শিল্পজ্ঞান বিবর্জিত। ফলে ব্যবসায়ের প্রতিটা ক্ষেত্রেই যোগ্য জনশক্তির মারাত্মক অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যাপক জনসংখ্যার দেশ হওয়ার পরও আমাদের টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন শিল্পে প্রচুর বিদেশী কাজ করে। বায়িং হাউজসহ তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় যা ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সচেতনতার অভাব বিপন্ন প্রায়।

- **সুশাসনের অভাব ঃ** সুশাসনের অভাব বাংলাদেশে শুধুমাত্র ব্যবসায় ক্ষেত্রেই নয়। সর্বক্ষেত্রেই বড় ধরনের সমস্যা। বিভিন্ন সরকারী পাওনা ফাঁকি দেয়ার সুযোগ ও প্রবণতা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নৈতিকতার চর্চায় বাধাস্বরূপ। সর্বস্ড়রে দূর্নীতি প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করায় ভালো ব্যবসায়ীরা নিরূৎসাহিত হয়। ভেজাল ও নকল পণ্য বাজারে অবাধে চলার কারনে সৎ ব্যবসায়িরা এগুতে পারে না। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ অন্যায় কর্মকান্ডের বিচার পাওয়া দুস্কর। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা খুবই দূর্বল। ফলে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও দুস্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম অসহনীয়। সব মিলিয়ে সুশাসনের অভাব এ দেশে ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নের বড় প্রতিবন্ধক।

বাংলাদেশের ব্যবসায়ের পরিবেশ উন্নয়নের সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশে এমন কিছু মৌলিক সমস্যা বিরাজমান যা দূর করা না গেলে বিদ্যমান সুবিধাসমূহকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে কেউই সকল সুবিধা নিয়ে ব্যবসায়ের অগ্রযাত্রা শুর" করেনি। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা ও অঙ্গীকার দিয়ে তারা ধীরে ধীরে প্রতিকুল পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। সিঙ্গাপুরের সম্পদ বলতে ছিল শুধু চারিদিকে সমুদ্র। এটি ছিল মৎস্যজীবিদের দ্বীপ। এখানকার নেতৃত্ব তাদের মেধা, যোগ্যতা ও দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকারের মধ্য দিয়ে মাত্র চলি- শ বছরের ব্যবধানে বিশ্বের সর্বোচ্চ ধনী দেশগুলোর কাতারে পৌছাতে পেরেছে। চীন এখন অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং ভারতও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

- **রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠাঃ** আমাদের দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর এবং ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক দলগুলোর দৃঢ় অঙ্গীকার থাকা উচিৎ। রাজনৈতিক, হানাহানি, বিশৃংখলা, হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি বন্ধ করা না গেলে ব্যবসায়ের উন্নতি হবে না। এই বিষয়টি রাজনীতিবিদদের বুঝাতে হবে। ক্ষমতায় যাওয়া শুধুমাত্র লক্ষ্য না হয়ে দেশের অগ্রগতি, অর্থনৈতিক মুক্তি, ব্যবসায় বিনিয়োগ ও উন্নয়ন, এসকল বিষয়ে যদি তারা আন্ড়রিক হয় তবেই দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি ঘটতে পারে।

- **অর্থনৈতিক বাঁধা অপসারণঃ** বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে অর্থনৈতিক বাধা দূর করা অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। ছোট বড় সব ধরনের ব্যবসায়িরাই মূলধনের অভাবে জর্জরিত। ব্যাংকগুলোর উচ্চ হারের সুদ এবং ঋণ পেতে নানান নিয়ম কানুন সৎ ব্যবসায়িদের নির"সাহিত করে। এছাড়া ব্যাংকগুলোর ঋণদান সামর্থ্যও সীমিত। যেখানে ব্যাংকগুলো থেকে ব্যবসায়ীরা ঋণ পাওয়ার কথা, সেখানে আমাদের সরকারই সেই ঋণের বড় গ্রাহক। তাই এ অবস্থা দূর হওয়া উচিত। শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা, গতিশীল ও দূর্নীতি মুক্ত করা গেলে মুলধন সংস্থানে তা ভূমিকা রাখতে পারে।

- **আইন শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়ন ঃ** আইন শৃংখলা পরিস্থিতি আমাদের দেশে যে অবস্থায় রয়েছে তার পরিবর্তন জর"রী। ঘুষ, দূর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি যে সমাজে মারাত্মক রূপ নেয় সেখানে ব্যবসায় টিকে থাকতে পারে না। তাই ব্যবসায়কে এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে সরকারকে এ বিষয়ে কঠোর সিদ্ধান্ড় নিতে হবে। সরকারকে এ বিষয়ে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে। দল নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। যে যেই পর্যায়ে থাকুকনা কেন আইন লংঘন করলে রেহাই পাওয়া যাবেনা সকল পর্যায়ে তার সুস্পষ্ট বার্তা দিতে হবে।

- **প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রতি গুর"ত্বারোপ ঃ** প্রতিযোগিতাপূর্ন ব্যবসায় জগতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ছাড়া এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশকে এ বিষয়টি বুঝে এগুতে হবে। এজন্য বিদেশ থেকে যেমনি প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তি আমদানি

করতে হবে তেমনি দেশেও উপযুক্ত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সরকার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোর দিতে হবে। এজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক লেখাপড়ার উপর জোর দেয়ার কোন বিকল্প নেই।

- **মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ** বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। এদেশের প্রচুর মানুষ বিদেশে কাজ করে। যাদের অধিকাংশ অদক্ষ। ফলে তারা কাজে কম বেতন পায়। দেশের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কার্যক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য নয়। এ সকল মানুষকে যদি সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা যায় তবে একদিকে যেমনি বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়বে, অন্যদিকে এ খাতে আয়ের পরিমানও উলে- খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া যোগ্য উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, কর্মী ও শ্রমিকদের পদচারনায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার ব্যবসায়ের পরিবেশ উন্নয়নে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানগুলি হচ্ছে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও আইনগত উপাদান।
- ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়নে সমস্যাগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সুশাসনের অভাব, আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের গামেন্টস শিল্পে শিশু শ্রম বন্ধের পিছনে কোন পরিবেশের অবদান সবচেয়ে বেশি ?
ক) সামাজিক খ) রাজনৈতিক
গ) আইনগত ঘ) সাংস্কৃতিক

২। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে গড়ে উঠার পিছনে পরিবেশের কোন ধরনের উপাদানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ?
ক) প্রাকৃতিক খ) অর্থনৈতিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) সামাজিক

৩। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষনে পরিবেশের কোন উপাদান বর্তমানে বড় বাধা ?
ক) প্রাকৃতিক খ) সামাজিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) প্রযুক্তিগত

৪। সিলেটে জিয়াউর রহমান এর একটি চা বাগান রয়েছে। বিশ্বব্যাপি চায়ের মূল্য কমে যাওয়ায় তিনি ব্যাপক লোকসানের সম্মূখীন হন। কোন পরিবেশের উপাদানের প্রভাবে জিয়াউর রহমান লোকসানের সম্মূখীন হন।
ক) সামাজিক খ) প্রাকৃতিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক

নীচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন
কলেজের অধ্যাপক জনাব রেহেনা কবির আগোরা শপিং মলে মাসিক বাজার করতে গিয়ে দেখলেন যে, গত তিন মাসের তুলনায় এই মাসের খরচ প্রায় দ্বিগুন হয়েছে।

৫। জনাব রেহেনা কবির ব্যবসায়ের কোন পরিবেশের ইঙ্গিত করেছেন ?

ক) সামাজিক খ) প্রাকৃতিক
গ) প্রযুক্তিগত ঘ) অর্থনৈতিক

নীচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

কবীর গ্রামের ছেলে। ডিগ্রী পাস করে চাকুরি না পেয়ে সে বাবার সামান্য জমি চাষাবাদ করার সিদ্ধান্ড় নিল। সবজী চাষ করে সে এখন আদর্শ চাষী। তবে মাঝে মধ্যে সবজীর দাম খুবই কমে যাওয়ায় সে দুঃশ্চিন্ড়ায় থাকে।

৬। কবীরের সবজী চাষের সফলতায় কোন পরিবেশের প্রভাব বেশি কাজ করেছে ?
ক) প্রাকৃতিক খ) অর্থনৈতিক
গ) সামাজিক ঘ) অপ্রাকৃতিক

৭। সবজীর দাম কমে যাওয়ার পিছনে বাংলাদেশের কোন্ ধরনের পরিবেশের প্রভাব অধিক?
ক) প্রাকৃতিক খ) সামাজিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) রাজনৈতিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সুমন কৃষকের ছেলে। পলি বিধোত খুলনা নদীর তীরে তাদের বাড়ী। প্রচুর ফসল ফলায় তাদের পরিবার। আগে সচ্ছল ছিল। নদীর ভাঙ্গনের কারনে বিগত তিন বছরে সবকিছু নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। তাই সুমন ব্যবসায় করবে ভাবলেও পুঁজির সংস্থান করতে না পারায় এখন ইটের ভাটায় কাজ করছে।
ক। পরিবেশ কী?
খ। সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
গ। সুমনদের পরিবার সচ্ছল থাকার পিছনে কোন ধরনের পরিবেশের অবদান বেশী ছিল? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ। সুমন ব্যবসায় করতে না পারার পিছনে কোন পরিবেশ দায়ী। সুমনদের অবস্থার প্রেক্ষিতে তা বিশে- ষণ করুন।

২। শামসুল ইসলাম সিরাজগঞ্জ উল–াপাড়ায় একটি তাঁতের শাড়ির কারখানা স্থাপন করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের কিছু নগদ অর্থ আর নিজের মেধা খাটিয়ে তিনি তার ব্যবসাটিকে বেশ লাভজনক করে তুলেছেন। সরকারের নীতিগত সহযোগিতার জন্য তিনি দেশের ঐতিহ্য রক্ষায় জামদানি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ড় গ্রহন করেছেন।
ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ কি ?
খ) রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে কি বোঝায় ? ব্যাখ্যা করুন।
গ) শামসুল ইসলাম এর ব্যবসায় সফলতায় পরিবেশের কোন উপাদানের ভূমিকা সর্বাধিক ? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) শামসুল ইসলাম যে পরিবেশের উপর ভিত্তি করে জামদানি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ড় গ্রহন করেছেন তার যথার্থতা বিশে- ষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ ঃ ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. খ ৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ ঃ ১. গ ২. গ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ ঃ ১. ক ২. ক ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ